দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 AUG 1997

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১৭৫১

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষায় কিণ্ডারগার্টেন

যেকোন কাজের প্রথম অবস্থাকে আমরা প্রাথমিক অবস্থা বলি। ঠিক তদ্রুপ শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রথম প্রবেশকে 'প্াথমিক শিক্ষা' বলে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও শিক্ষাঙ্গনের (পুঁথিগত) প্রাথমিক স্তর হিসেবে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর এ সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের দেশের কচি সবুজ শিশুরা শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু আমার আলোচনা সেই বিষয় নিয়ে নয়। আজকের আলোচনা আমাদের দেশের অত্যাধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিণ্ডারগার্টেনকে নিয়ে। ইদানীং আবার এগুলো নাম পাল্টিয়ে প্রিপারেটরী স্কুল নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর একমাত্র কাজ হচ্ছে শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষাদান। কিন্তু বাস্তবে এরা শিশুদেরকে যে শিক্ষা দেয় তা কি আদৌ আমাদের দেশের উপযোগী? সচেতন মানুষ মাত্রই এক বাক্যে উত্তর দিবেন, 'না'। কারণ, এ সমস্ত স্কুলে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফী অবিশ্বাস্য রকমের বেশী। শুধুমাত্র এখানেই যদি এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ীগণ (?) ক্ষান্ত হতেন তাহলে কোন কথা ছিল না। দেখা গেছে, যে সব শিশু এই ধরনের স্কুলে লেখাপড়া করে তাদেরকে পড়তে হয় এক গাদা বই। আর এই কোমলমতি শিশুদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয় বিপুল হোম ওয়ার্কের বোঝা। বাড়ী থেকে যদি পড়া শিখে না আসে, কিংবা হোম ওয়ার্ক ঠিকমত না আনে তাহলে শিশুকে অমানবিক শাস্তি দেয়া হয়, অপরদিকে অভিভাবকদেরকে চিঠি লিখে আদেশের সুরে অনুরোধ (?) করা হয় তাদের শিশুদের বাড়ীতে ঠিকমতো পড়াশুনা করানোর জন্য। শুধু তাই নয়, যে একগাদা বই শিশুদেরকে পড়তে দেয়া হয়, তাতে আমাদের দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য নেই বললেই চলে। কিছুদিন পূর্বে দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে ৭ বছরের একটি শিশুর লেখা ছাপা হয়েছিল। শিশুটি একটি কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্র। সে লিখেছিল তাদেরকে ক্লাসে সেক্সপীয়ার-মিলটনের ছেলেবেলা, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, উত্থান-পতনের কাহিনী পড়ানো হয়। অথচ তাদেরকে এদেশের কৃতী সন্তান তীতুমীর-নজরুল-ঈসা খাঁর ছেলেবেলা পড়ানো হয় না। স্বাধীন সোনার বাংলার গৌরবোজ্জ্বল, স্মরণীয় ও শিক্ষণীয় ইতিহাস থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদেরকে। সবশেষে শিশুটি দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন রেখেছিল, তার মতো অসংখ্য শিশু দেশের ইতিহাস, বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আদৌ কোন কিছু জানতে পারবে কিনা? শিশুটির এ প্রশ্ন পত্রিকার পাতায়ই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। কারণ, একেই বলে প্রাথমিক শিক্ষা!

মহল্লায় মহল্লায় ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গড়ে ওঠা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলো শিশুদেরকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার নামে সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে নিচ্ছে আর শিশুদের কোমল মনে পড়াশুনা সম্পর্কে ভীতির সৃষ্টি করছে। দেশের সংকটময় ও অপরিকল্পিত শিক্ষা পদ্ধতির 'প্রাথমিক শিক্ষা' দানে এহেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহল কোন কিছু ভাবছেন বলে দেশবাসীর জানা নেই। তবে 'ভূসা মালের ব্যবসায়ী' খ্যাত এ সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্তৃপক্ষের হাত থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান দৃশ্যের পরিবর্তন করে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এসব স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। ইচ্ছে করলেই যে কেউ ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে এবং সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ব্যবসা চালু করতে না পারে সে ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করতে হবে। মোদ্দা কথা, দেশের 'অমূল্য সম্পদ' এই শিশুদেরকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে, তাদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ বিকাশে পথ নির্দেশ দিতে হবে। অন্যথায় ফুল ফোটার আগেই কলি ঝরে পড়বে! বাতাস আর সুবাসিত হবে না।

—মোঃ নজরুল কবীর রীপন